সাহিত্যবিশারদ কোষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......
চ বি জা আর্কাইভস
-৪০৭-

জয় আমাদের কব্জায়

আলোচনা করেছিলাম। তারপর আ
আমাদের সাফল্য এসেছে নানাদিক থে
মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যে সর্বক্ষেত্রে ত
নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেছেন।
যে-কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে
অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালি
পারে। জলে-স্থলে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটে
হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায়
অঞ্চল শত্রুমুক্ত। ক্রমেই অধিকতর এলা
সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আ
হারিয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় ততই উন্মাদ হয়ে উঠছে।

একদিকে রণক্ষেত্রে শত্রুর বিপর্যয় ঘটছে, অন্যা
মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমশ
ইসলামাবাদের দুষ্কৃতকারীরা আজ দিশাহারা ও কে
নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সংশয় ও ভীতির উদ্রেক
বাংলাদেশের জনগণের অপরিমেয় দুর্দশা ঘটাবার সঙ্গে
পাকিস্তানকেও টেনে নিয়ে গেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও
মুখে। এখন তারা চায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে এ
সংকট সৃষ্টি করতে। তারা আশা করে যে, এমন
বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে পৃথি
দিকে নিবদ্ধ হবে, মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের গ্ল
যাবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে তাদে
হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে
এর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। বরঞ্চ এতে তাদের
আত্মঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মাত্র এবং পরিণামে তাদে
নিশ্চিত হবে।

সামরিক শাসকচক্র আত্মহত্যার যে-ব্যবস্থাই করে থাকুক ন
উপমহাদেশের জন্য যে ব্যবস্থাই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রে
না কেন, বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থ
তা হল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষ
প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার সংকল্প আর সে
ক্তি। দখলদার সৈন্যবাহিনীর বিনাশ অথবা সম্পূর্ণ অপ

মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস অন্ততঃ এই শিক্ষা দিয়েছে যে, জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির পরাজ —এমন কি, এক বিশ্বশক্তির সমর-সম্ভার দিয়েও জনগণের মুক্তি দমন করা যায় না।

এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্য দে নিরাসক্তি লক্ষ্য করার মতো। মনে হয় মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যা চাইতে এখানে তাঁরা সরকারের স্থিতিশীলতার গুরুত্ব দেন বেশি। এ শোচনীয়, কিন্তু ভারতকে অর্থসাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদেরকে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের প্রস্তাব যখন কোন রাষ্ট্র উত্থাপন করেন তখন আমরা শিউরে না উঠে পারিনা। এই প্রস্তাবে গণহত্যা ও তার ফলাফলকে নীরবে মেনে নেওয়া হয়েছে, পর্বতপ্রমাণ অবিচার ও অন্যায়কে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গণহত্যা ও ব্যাপক বাস্তত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানী সন্ত্রাসের ফলে যাঁরা ছিন্নমূল হয়েছেন, তারা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে, অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাতবদল করা হবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ বাসভূমে ফেরার জন্মগত অধিকার তাদের আছে এবং তারা সেখানে সেভাবেই ফিরে আসবেন। আর আমি বলছি যে, তার খুব বেশি দেরি নেই।

ঠিক এই সময়ে এই উপমহাদেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে প্রেসিডেণ্ট নিক্সন কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? তাঁর দেশের কূটনীতিবিদও আইন সভার সদস্যেরা অবগত নন এমন কি নতুন তথ্য তিনি জানতে ইচ্ছুক? দশলক্ষ বাঙালীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং প্রায় এক কোটি মানুষকে বাস্তত্যাগে বাধ্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারকে তাঁর প্রশাসন নিন্দা করেন নি। এখন তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল তাঁরা লাভ করতে চান, জানিনা। তবে এতে আমাদের সংকল্পের কোন ব্যত্যয় হবে না। সে সংকল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়ছি, সে স্বাধীনতা লাভের দিনটি নিকটতর হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আরও আত্মত্যাগ, কষ্ট স্বীকার ও জীবনদানের প্রয়োজন হবে। স্বাধীনতার ধারণা অশেষ অর্থগর্ভ। স্বাধীনতার তাৎপর্য নির্ভর করে যুদ্ধাবস্থায় এর জন্য আমরা কি মূল্য দিই এবং শান্তির সময়ে এর কি ব্যবহার করি, তার উপর। শত্রুসংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাই শহীদের রক্তের সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞাও আমাদেরকে নতুন করে
শহরে ও গ্রামে তরুণেরা যে যুদ্ধে

বিতাড়িত করার সংগ্রাম এবং অসাম্য ও সুবিধাভোগের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। আমাদের আজকের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে, যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। সমাজের সে ভবিষ্যৎ রূপ আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছেন সেখানে সকল সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক জীবন গঠিত হবে এবং উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াসে সকলে অংশ গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশের জনসাধারণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও পাকিস্তানের সামরিক চক্রের হাতে বন্দী হয়ে রয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। তা করবার শক্তি আমাদের আছে এবং আমরা তা-ই করতে যাচ্ছি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে শত্রুকে আমরা চরম আঘাত হানব আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রূর সত্যের মুখোমুখি হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমার আহবান ঃ মুক্তিসংগ্রামের বর্তমান পর্যায়কে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে চলুন। যে সব সরকারী কর্মচারী, রাজাকার, পুলিশ বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ গ্রহণ করুন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যাঁরা স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছেন, তাঁদেরকে আমি শেষবারের মত বলতে চাই ঃ বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করুন। অনুতাপহীন বিশ্বাসঘাতকদের আর তাদের বিদেশী প্রভুদের পরিণতি একই হবে—আর তা হল গ্লানিকর মৃত্যু। হাজার হাজার মুক্তিসেনা আজ শত্রুকে ঘিরে রেখেছে, তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। সকলে প্রস্তুত থাকুন ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আহবানে চরম মুহূর্তে যেন সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুকে একযোগে চরম আঘাত করতে পারেন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে যাঁরা সাফল্যের বর্তমান স্তরে নিয়ে এসেছেন, সেই বীর শহীদ, অকুতোভয় যোদ্ধা ও সংগ্রামী জনগণকে আমি সালাম জানাই।

জয় বাংলা

(জাতির উদ্দেশ্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৭১এ প্রদত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এম. আর. আখতার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চবিজা আর্কাইভস
-৪০৯-